রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৪

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৭ আশ্বিন, ১৪২১/২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ০৭ আশ্বিন, ১৪২১ মোতাবেক ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৪ সনের ১২ নং আইন

Investment Corporation of Bangladesh Ordinance, 1976 (Ordinance No. XL of 1976) রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও উৎসাহ প্রদান, পুঁজিবাজার উন্নয়ন, সঞ্চয় সংগ্রহ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে Investment Corporation of Bangladesh Ordinance, 1976 (Ordinance No. XL of 1976) রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল, যথা :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, ২০১৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কর্পোরেশনের ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ২০.০০

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(০১) "অগ্রিম" অর্থ বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রদানযোগ্য ঋণ;

(০২) **"আর্থিক বিবরণী"** অর্থ অন্তর্বর্তীকালীন বা চূড়ান্ত স্থিতিপত্র, আয় বিবরণী বা লাভ ও লোকসান হিসাব, ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণী, নগদ প্রবাহ বিবরণী, টীকা ও অপরাপর বিবরণী ও ইহাদের উপর ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি;

(০৩) **"উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক"** অর্থ কর্পোরেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক;

(০৪) **"কর্পোরেশন"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি);

(০৫) **"কর্মচারি"** অর্থে কর্পোরেশনের কোন কর্মচারি এবং কর্পোরেশনের কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(০৬) **"কোম্পানি"** অর্থে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২(ঘ) এ সংজ্ঞায়িত কোম্পানি এবং আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন বাংলাদেশে স্থাপিত বা নিগমিত বিধিবদ্ধ কোন সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(০৭) **"চেয়ারম্যান"** অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(০৮) **"ডিবেঞ্চার"** অর্থে ডিবেঞ্চারসমূহ ইস্যুর ক্ষেত্রে কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশে ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার এবং ডিবেঞ্চার স্টকও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(০৯) **"ডিপোজিট এ্যাকাউন্ট"** অর্থ বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত নগদ জমা হিসাব;

(১০) **"পরিচালক"** অর্থ কর্পোরেশনের পরিচালক;

(১১) **"প্রবিধান"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(১২) **"বন্ড"** অর্থ সরকার বা কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত যে কোন ধরনের বন্ড;

(১৩) **"বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড"** অর্থ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর অধীন বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক এবং বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থার ব্যবসায়িক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া নিবন্ধিত বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড;

(১৪) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১৫) **"বিনিয়োগ"** অর্থ ইক্যুইটি বা ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগ এবং অন্য কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ;

(১৬) **"বোর্ড"** অর্থ কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ড;

(১৭) **"ব্যবস্থাপনা পরিচালক"** অর্থে কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য সাময়িকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(১৮) **"মহাব্যবস্থাপক"** অর্থ কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক;

(১৯) **"শেয়ার"** অর্থ বাংলাদেশে নিবন্ধিত অথবা বাংলাদেশের বাহিরে নিবন্ধিত যে কোন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির নিবন্ধিত শেয়ার; এবং

(২০) **"সিকিউরিটিজ"** অর্থে,—

(ক) Securities Act, 1920 (X of 1920) এ সংজ্ঞায়িত কোন সরকারি সিকিউরিটি;

(খ) কোম্পানির সম্পদের উপর লিয়েন অথবা অধিকার (Charge) সৃষ্টিকারি কোন উপাদান; এবং

(গ) কোম্পানির ঋণ অথবা ঋণগ্রস্ততা আরোপকারী কোন উপাদান যাহার উপর কোন তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক নিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছে অথবা যাহার উপর কোন তৃতীয় পক্ষের সহিত যুগ্মভাবে নিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছে, এবং যাহার মধ্যে কোন স্টক, বিনিয়োগযোগ্য শেয়ার, স্ক্রীপ, নোট, ঋণপত্র, ঋণপত্র স্টক, বন্ড, বিনিয়োগ চুক্তি, ডেরিভেটিভ, কমোডিটি ফিউচারস কন্ট্রাক্ট, অপশন্স কন্ট্রাক্ট, এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড এবং পূর্ব প্রাতিষ্ঠানিক সনদ অথবা এতদ্‌সংক্রান্ত প্রদত্ত চাঁদা এবং, সাধারণভাবে, কোন দাবী অথবা উপাদান যাহা সাধারণভাবে সিকিউরিটি হিসাবে পরিচিত; এবং কোন জমার সনদ, দাবীর সনদ অথবা অংশগ্রহণ, অস্থায়ী অথবা অন্তর্বর্তী সনদ, গ্রহণের দলিল, অথবা কোন ওয়ারেন্ট অথবা চাঁদা প্রদানের অধিকার অথবা উপরোক্ত কোন উপাদানের ক্রয় অন্তর্ভুক্ত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উহাতে কোন মুদ্রা বা নোট, খসড়া, বিনিময়যোগ্য বিল বা ব্যাংক কর্তৃক গৃহীতব্য বা কোন নোট যাহার পরিপক্বতা (maturity), বা নবায়নের মেয়াদ অতিরিক্ত সময় ব্যতিরেকে, বারো মাসের অধিক নহে, উহা অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

ব্যাখ্যা : এই আইনে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই, সে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি Capital issues (Continuance of Control) Act, 1947 (XXIX of 1947), Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫নং আইন) এবং কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **আইনের প্রধান্য।**―আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪। **প্রতিষ্ঠা এবং নিগমিতকরণ।**―(১) এই আইন কার্যকর হইবার সংগে সংগে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) নামে একটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) কর্পোরেশন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর, উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং কর্পোরেশন ইহার নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪নং আইন) অনুসারে লাইসেন্স প্রাপ্তি সাপেক্ষে কর্পোরেশন একটি ব্যাংকিং কোম্পানি হিসাবে গণ্য হইবে।

৫। **প্রধান কার্যালয়, শাখা, ইত্যাদি।**―কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং ইহা, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে আঞ্চলিক ও শাখা কার্যালয় এবং এজেন্সি স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। **পরিচালনা এবং তত্ত্বাবধান।**―কর্পোরেশনের ব্যবসা ও ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং সাধারণ তত্ত্বাবধান একটি বোর্ডের উপর ন্যস্ত হইবে এবং কর্পোরেশন যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য ও বিষয়াদি সম্পাদন করিতে পারিবে, উক্ত বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য ও বিষয়াদি সম্পাদন করিবে।

৭। **বোর্ড।**―(১) নিম্নবর্ণিত পরিচালকগণের সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে, যথাঃ―

(ক) সরকার কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন চেয়ারম্যান;

(খ) সরকারি চাকুরিতে কর্মরত রহিয়াছেন এমন ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার ২(দুই) জন পরিচালক;

(গ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত এবং সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অন্যূন নির্বাহী পরিচালক পদমর্যাদার ১(এক) জন পরিচালক;

(ঘ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড, পদাধিকারবলে;

(ঙ) সরকার এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড ব্যতীত অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা নির্বাচিত ৪(চার) জন পরিচালক;

(চ) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর অধীন নির্বাচিত একজন পরিচালক ৩(তিন) বছর মেয়াদের জন্য স্ব-পদে বহাল থাকিবেন এবং তাহার উত্তরসূরী নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিবেন এবং তিনি পুনঃনির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।

(৩) নির্বাচিত পরিচালক পদের আকস্মিক শূন্যতা নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে এবং উক্ত শূন্যতা পূরণের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার পূর্বসূরীর অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য স্ব-পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, অনধিক ৩(তিন) মাসের জন্য পদ শূন্য হইলে, উক্ত শূন্য পদ পূরণের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) পরিচালকগণ বোর্ড কর্তৃক অর্পিত বা ন্যস্তকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্যাবলী সম্পাদন এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন।

৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক।—(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক বোর্ড কর্তৃক অর্পিত বা ন্যস্তকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্যাবলী সম্পাদন এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন।

৯। পরিচালকগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।—(১) কোন ব্যক্তি পরিচালক হইবেন না বা পরিচালক থাকিবেন না, যিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন;

(খ) এইরূপ কোন অপরাধের জন্য সাজাপ্রাপ্ত হন বা হইয়াছেন যাহা সরকারের বিবেচনায় নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ;

(গ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক হন;

(ঘ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত হন;

(ঙ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া সাব্যস্ত হন বা কোন সময় হইয়াছেন বা দেনা পরিশোধে বিরত থাকেন বা পাওনাদারের সহিত কোন আপোষরফা করেন;

(চ) চেয়ারম্যান কর্তৃক ছুটি মঞ্জুর ব্যতীত বা, চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক ছুটি মঞ্জুর ব্যতীত, বোর্ডের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;

(ছ) কর্পোরেশনের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত যে কোন আর্থিক বা অন্য কোন স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন যাহা পরিচালক হিসাবে তাহার কার্যাবলী সম্পাদনের অনুচিত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে;

(জ) কর্পোরেশনের আর্থিক সহায়তায় স্থাপিত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বেতনভুক্ত কর্মচারি থাকেন বা হন; বা

(ঝ) কর্পোরেশনের নির্বাচিত পরিচালকের ক্ষেত্রে, তাহার নামে বা যে প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের নামে ন্যূনতম যে পরিমাণ শেয়ার তাহার নির্বাচনের যোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত, উহার তুলনায় কম সংখ্যক শেয়ার ধারণ করেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি নিজের নামে বা যে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন, উক্ত প্রতিষ্ঠানের নামে কর্পোরেশনের কমপক্ষে ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অভিহিত মূল্যের দায়মুক্ত শেয়ার ধারণ না করেন, তাহা হইলে তিনি পরিচালক হিসাবে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না বা পরিচালক হিসাবে নির্বাচনের যোগ্য বিবেচিত হইবেন না।

১০। বোর্ডের সভা।—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি ৩(তিন) মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, জরুরী প্রয়োজনে স্বল্প সময়ের নোটিশে বোর্ডের সভা আহবান করা যাইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং যদি কোন কারণে চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয় অথবা চেয়ারম্যান বোর্ড সভায় উপস্থিত থাকিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যতিত, উপস্থিত পরিচালকমন্ডলী দ্বারা মনোনীত একজন পরিচালক সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) বোর্ডের সভায় উপস্থিত প্রত্যেক পরিচালকের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, চেয়ারম্যানের একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(৫) কোন পরিচালক এমন কোন বিষয়ে ভোট প্রদান করিবেন না যাহাতে তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে।

(৬) ৫(পাঁচ) জন পরিচালকের উপস্থিতিতে বোর্ডের সভায় কোরাম গঠিত হইবে, তবে মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৭) কেবল কোন পদের শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে কোন ত্রুটি অথবা পরিচালকগণের নিয়োগ বা যোগ্যতার কোন ত্রুটির কারণে বোর্ডের কোন কাজ বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হইবে না।

১১। নির্বাহী কমিটি।—(১) এই আইনের অধীন বোর্ড ইহার কার্যাবলী সম্পাদনের সহযোগিতা প্রদানের নিমিত্ত অনধিক ৫(পাঁচ) জন পরিচালক সমন্বয়ে একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করিবে এবং উক্ত কমিটির চেয়ারম্যানও মনোনীত করিবে।

(২) নির্বাহী কমিটির সদস্যগণের মেয়াদ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) নির্বাহী কমিটির সভা উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাহী কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে বা উক্তরূপ স্বার্থ প্রকাশ করিতে বাধ্য রহিয়াছেন এমন কোন বিষয়ে কোন সদস্য ভোট প্রদান বা আলোচনায় অংশগ্রহণ করিবেন না।

(৬) উপস্থিত ৩ (তিন) সদস্যের কোরাম ব্যতিত নির্বাহী কমিটির সভায় কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

১২। **কমিটি**।—ধারা **১১** এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড ইহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত, প্রয়োজনে, এক বা একাধিক কমিটি গঠন এবং উহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৩। **উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপক, কর্মকর্তা, উপদেষ্টা, ইত্যাদি নিয়োগ**।—(১) সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, কর্পোরেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং মহাব্যবস্থাপক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কর্পোরেশন, ইহার কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর্পোরেশনের জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত সংখ্যক কর্মকর্তা, কর্মচারি, উপদেষ্টা, এজেন্ট এবং পরামর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৪। **অধীনস্থ কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ইত্যাদি নিয়োগ**।—**(১)** সরকার, তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাধীনে, কোন অধীনস্থ কোম্পানির ব্যবসা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অধীনস্থ কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে একজন মহাব্যবস্থাপক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কর্পোরেশন, অধীনস্থ কোম্পানির অনুরোধের প্রেক্ষিতে কর্পোরেশন এবং অধীনস্থ কোম্পানির যৌথ সম্মতিতে প্রণীত শর্ত সাপেক্ষে, উক্ত অধীনস্থ কোম্পানিতে উহার যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারিকে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৫। **সভায় উপস্থিতির জন্য সম্মানী প্রদান**।—বোর্ড সভা বা নির্বাহী কমিটির সভা বা অন্যান্য কমিটির সভায় উপস্থিতির জন্য পরিচালক বা সদস্যগণ প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রাপ্ত হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বোর্ড, সরকারের অনুমোদনক্রমে, সম্মানীর হার নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৬। **বিশ্বস্ততা এবং গোপনীয়তার ঘোষণা**।—কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক , পরিচালক, নির্বাহী কমিটির সদস্য, কমিটির সদস্য, উপদেষ্টা, নিরীক্ষক, পরামর্শক, এজেন্ট, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং মহাব্যবস্থাপকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা বা কর্মচারি দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে এই আইনের তফসিলে প্রদত্ত ফরমে বিশ্বস্ততা ও গোপনীয়তার ঘোষণা প্রদান করিবেন।

১৭। **কর্পোরেশনের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষমতা**।—Securities and Exchange Ordinance, 1969, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এবং ডিপোজিটরি আইন, ১৯৯৯ এবং উল্লিখিত আইনসমূহের অধীন জারীকৃত বিধি-বিধান, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পালন সাপেক্ষে কর্পোরেশন নিম্নবর্ণিত ব্যবসা, লেনদেন এবং কার্য পরিচালনা করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) প্রত্যক্ষভাবে বা কাহারও মাধ্যমে অথবা এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যৌথভাবে স্টক, শেয়ার, বন্ড, ঋণপত্র এবং অন্যান্য সিকিউরিটিজ এর ইস্যু ব্যবস্থাপনা, অবলেখন এবং বিতরণ;

(খ) যে কোন প্রকার বা বৈশিষ্ট্যের ট্রাস্ট বা ফান্ডের উন্নয়ন, সংগঠন, ব্যবস্থাপনা অথবা যে কোন ট্রাস্ট বা ফান্ডের সার্টিফিকেট বা সিকিউরিটিজ অর্জন, ধারণ, বিক্রয় বা লেনদেন;

(গ) বিনিয়োগ জমা হিসাব এবং অন্যান্য মেয়াদী জমা হিসাব খোলা ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঘ) ওভার দ্যা কাউন্টারে বিনিয়োগ, জমা হিসাবধারীদের শেয়ারসমূহ ক্রয় ও বিক্রয়;

(ঙ) অনুমোদিত ইক্যুইটি সিকিউরিটি বা সিকিউরিটিজ ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান ও বিনিয়োগ;

(চ) বিনিয়োগ এবং পুনঃবিনিয়োগ ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়োজিত হওয়া এবং সিকিউরিটিজ এর মালিকানা অর্জন এবং ধারণ;

(ছ) নিজে বা এজেন্ট হিসাবে শেয়ার এবং অন্যান্য সিকিউরিটিজ এর যে কোন প্রকারের ব্যবসায়িক লেনদেন;

(জ) অবলেখনের বাধ্যবাধকতা ছাড়া বিক্রয়ের জন্য বর্তমানে চালু কোন নূতন কোম্পানির শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন আহরণের সুযোগ সৃষ্টি;

(ঝ) বিনিয়োগের ভিত্তি সম্প্রসারণ এবং প্রকল্পে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদানের জন্য সাধারণভাবে সহযোগিতা;

(ঞ) ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিনিয়োগ পত্রকোষ ব্যবস্থাপনা;

(ট) বিনিয়োগ সংক্রান্ত পেশাগত পরামর্শ প্রদান;

(ঠ) বিনিয়োগের ভিত্তি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক যথাযথ বিবেচিত হইলে সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যবসার দায়িত্ব গ্রহণ এবং পরিচালনা;

(ড) স্টক/কমোডিটি এক্সচেঞ্জসমূহের সদস্য হওয়া এবং সদস্য হিসাবে সকল কার্যাবলী সম্পাদন করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৫ নং আইন) এর আওতায় অনুমোদিত স্কীম অনুসারে ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট (ট্রেক) সহ অন্যান্য অধিকার গ্রহণ ও দায়-দায়িত্ব সম্পাদন;

(ঢ) কোন দলিলে ট্রাস্টি হিসাবে কার্য-সম্পাদন, কোন ট্রাস্ট সম্পাদন বা পরিগ্রহকরণ এবং এক্সিকিউটর, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, রিসিভার, ট্রেজারার, কাস্টডিয়ান বা সেক্রেটারি পদের দায়িত্ব গ্রহণ ও ক্ষমতা প্রয়োগ;

(ণ) ট্রাস্টের জন্য উপযুক্ত কোন বা সকল সম্পদের প্রতিনিধিত্বকারী বা উহার ভিত্তিতে কোন স্টক, সিকিউরিটিজ, সার্টিফিকেট বা অন্য কোন ডকুমেন্ট ইস্যু করিবার উদ্দেশ্যে ট্রাস্ট গঠন এবং এই ধরনের যে কোন ট্রাস্টের নিষ্পত্তি ও নিয়ন্ত্রণ এবং স্টক, সিকিউরিটিজ, সার্টিফিকেট বা ডকুমেন্ট ইস্যু বা বিক্রয়;

(ত) কর্পোরেশনের পক্ষে শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার, ডিবেঞ্চার স্টক, বন্ড, দায় এবং সিকিউরিটিজ ধারণ করিবার জন্য ট্রাস্টি নিয়োগ;

(থ) কোন কোম্পানি বা কোন প্রতিষ্ঠানের গঠন, ব্যবস্থাপনা অথবা তদারকি বা ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ বা কার্য সম্পাদনে অংশগ্রহণ;

(দ) এই আইনের অধীন ইহার যে কোন কার্য বা ব্যবসা পরিচালনা নিশ্চিতকরণের জন্য, বোর্ড কর্তৃক যথোপযুক্ত বিবেচিত হইলে, এই ধরনের অন্য কোন ব্যবসা পরিচালনা এবং লেনদেন;

(ধ) ইহার সহিত সম্পর্কিত ব্যবসা বা ইহার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে—

(অ) যে কোন বস্তুগত বা অবস্তুগত, স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি এবং উক্ত সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত স্বত্ত্বাধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ স্থায়ী, সাময়িকভাবে বা ভাড়ায় বা ক্রয় বা কিস্তিতে বা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এই ধরনের অন্য কোন শর্তাধীনে ক্রয় বা অন্যভাবে অর্জন, মালিকানা গ্রহণ, বিক্রয়, হস্তান্তর এবং বিনিময়;

(আ) যে কোন ধরণের দায়-দায়িত্ব পরিপালন বা চুক্তি বাস্তবায়ন বা অর্থ পরিশোধের নিমিত্ত কোন অঙ্গীকার গ্রহণ এবং মুচলেকা প্রদান বা কোন বাণিজ্যিক গ্যারান্টি প্রদান;

(ই) কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বা কোন অঙ্গীকার পত্র বা বিনিময় বিলের উপর কোন প্রকার পূর্বস্বত্ব, মাশুল, দায়বন্ধন বা রেহেন গ্রহণ ও প্রদান;

(ঈ) কোন সম্মতিনামা এবং চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া এবং প্রয়োজন ও যুক্তিযুক্ত বিবেচিত এই ধরনের দলিলাদি সম্পাদন;

(উ) কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বা অন্যান্য উদ্যোগের এবং সাধারণতঃ কোন সম্পদ, সম্পত্তি অধিকারের অবস্থা, সম্ভাব্য মূল্য ও বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান এবং পরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞ বা অন্যান্য ব্যক্তি নিয়োগ;

(ঊ) কর্পোরেশনের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনা;

(ন) অ্যাটর্নি এবং প্রতিনিধি নিয়োগ;

(প) ব্যবসা সংশ্লিষ্ট কমিশন, ফি এবং দালালী গ্রহণ ও প্রদান;

(ফ) যে কোন দাবির সম্পূর্ণ বা আংশিক নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যে কোনভাবে কর্পোরেশনের দখলে আসার সম্ভাব্য সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় এবং আদায়; এবং

(ব) উপরি-উল্লিখিত যে কোন ব্যবসা লেনদেন বা আইনী কার্যক্রম এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বা আনুষঙ্গিক বা সম্পূরক বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্য বা বিষয়াদি সম্পাদন এবং বোর্ড, সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত সাধারণ নীতিমালা সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা সাপেক্ষে, শিল্প, বাণিজ্য, আমানতকারী, বিনিয়োগকারী ও সাধারণ জনগণের স্বার্থে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ইহার কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারায় ওভার দ্যা কাউন্টার অর্থ আনলিস্টেড বা ডিলিস্টেড সিকিউরিটিজসমূহ ক্রয় ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কাউন্টার সুবিধা প্রদান।

১৮। **অধীনস্থ কোম্পানি।**—(১) কর্পোরেশন সকল বা অধিকাংশ শেয়ার ধারণপূর্বক অধীনস্থ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা এবং উহার উন্নয়ন করিতে পারিবে; উক্তরূপ অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের পৃথক ও নিজস্ব পরিচালনা বোর্ড থাকিবে এবং কর্পোরেশন উহাদের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য পর্যালোচনা, কার্যাবলী তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(২) ধারা ১৭ বা অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন), কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এবং ডিপোজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ৬নং আইন) এবং উল্লিখিত আইনসমূহের অধীন জারীকৃত বিধি বিধান পালন সাপেক্ষে এতদুদ্দেশ্যে স্থাপিত তিনটি পৃথক অধীনস্থ কোম্পানির যে কোন একটির দ্বারা নিম্নবর্ণিত প্রতিটি ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালিত হইবে, যথা :—

(ক) ইস্যু, অবলেখন এবং সিকিউরিটিজের পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনাসহ মার্চেন্ট ব্যাংকিং ব্যবসা;

(খ) মিউচ্যুয়াল ফান্ড কার্যক্রম পরিচালনা; এবং

(গ) স্টক ও কমোডিটি ব্রোকারেজঃ

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) উপরি-উল্লিখিত এ ধরনের কোন অধীনস্থ কোম্পানি যে পর্যন্ত না কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর অধীন নিবন্ধিত হয় এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয় এবং অধীনস্থ কোম্পানি কার্যকর হইয়াছে এই মর্মে সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে কোন প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়, সে পর্যন্ত উহার ব্যবসা আরম্ভ করিতে পারিবে না; এবং

(আ) দফা (অ) এর অধীন এইরূপ প্রজ্ঞাপন জারী হইবার পর উপরি-উল্লিখিত যে কোন ব্যবসা যাহা নূতন হিসাবে উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত তাহা কর্পোরেশন গ্রহণ করিতে পারিবে না।

১৯। **শেয়ার মূলধন**।—(১) কর্পোরেশনের অনুমোদিত শেয়ার মূলধন হইবে ১ (এক) হাজার কোটি টাকা যাহা প্রতিটি ১০ (দশ) টাকা মূল্যের ১০০ (একশত) কোটি সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সময় সময়, অনুমোদিত শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) কর্পোরেশনের পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৪ (চার) শত ২১ (একুশ) কোটি ৮৭ (সাতাশি) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা যাহা সরকারের অনুমোদনক্রমে, সময় সময়, বৃদ্ধি করা যাইবে।

(৩) কর্পোরেশনের শেয়ার মূলধন নিম্নবর্ণিত হারে সংগৃহীত হইবে, যথা :—

(ক) সরকার কর্তৃক ২৭ (সাতাশ) শতাংশ;

(খ) সরকার এর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড অথবা অন্যান্য রাষ্ট্র মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২৪ (চব্বিশ) শতাংশ;

(গ) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অনুপাতে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানি এবং জনসাধারণ কর্তৃক ৪৯ (উনপঞ্চাশ) শতাংশ।

ব্যাখ্যা : 'রাষ্ট্র মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান' অর্থ এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এইরূপ কোন আর্থিক এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে যাহার অধিকাংশ শেয়ার সরকার কর্তৃক ধারণ করা হয়।

(৪) কর্পোরেশনের শেয়ারসমূহ স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত হইবে।

২০। **কতিপয় শেয়ার সিকিউরিটিজ হিসাবে গণ্য হওয়া**।—কর্পোরেশনের শেয়ারসমূহ Trusts Act, 1882 (Act No. II of 1882) এর অধীন বিধৃত সিকিউরিটিজের অন্তর্ভুক্ত এবং Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969), ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এবং বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অনুমোদিত সিকিউরিটিজ বলিয়া গণ্য হইবে।

২১। **স্থানীয় বা বিদেশী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সহিত চুক্তি, ইত্যাদি**।—কর্পোরেশন আইনের ধারা ২৮ এর উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইহার যে কোন কার্য সম্পাদন বা ব্যবসা পরিচালনার জন্য স্থানীয় বা বিদেশী যে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সহিত যে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিবে।

২২। **শেয়ারের নম্বর।**—কর্পোরেশনের প্রত্যেকটি শেয়ারের একটি যথোপযুক্ত নম্বর থাকিবে এবং এই নম্বর দ্বারা শেয়ারগুলিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যাইবে, তবে ডিমেটেরিয়েলাইজেশনকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

ব্যাখ্যা : ডিমেটেরিয়েলাইজেশন অর্থ এমন একটি প্রক্রিয়া, যাহার মাধ্যমে উপযুক্ত সিকিউরিটিজ কোন কোম্পানির রেজিস্ট্রারের Central Depository Bangladesh Limited (CDBL) অংশে স্থানান্তরিত হয়।

২৩। **নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ।**—কর্পোরেশন ইহার প্রধান কার্যালয়ে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য একটি নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করিবে।

২৪। **ট্রাস্ট সম্পর্কিত নোটিশ।**—কর্পোরেশন শেয়ারহোল্ডারদের নিবন্ধন বহিতে ব্যক্ত, অব্যক্ত বা গঠনমূলক কোন ট্রাস্টের নোটিশ লিপিবদ্ধ করিবে না বা এই ধরনের কোন নোটিশ গ্রহণে বাধ্য থাকিবে না।

২৫। **শেয়ারহোল্ডারদের যোগ্যতা।**—(১) কোন ব্যক্তি শেয়ারহোল্ডার হিসাবে নিবন্ধিত হইবার যোগ্য হইবেন না যদি তিনি কোন আইনের অধীন চুক্তি সম্পাদনে অযোগ্য হন।

(২) কোন ব্যক্তি শেয়ারহোল্ডার হিসাবে নিবন্ধিত হইবার পর যদি কোন সময় দেখা যায় যে, নিবন্ধনের সময় উক্ত ব্যক্তি শেয়ারহোল্ডার হিসাবে নিবন্ধিত হইবার অযোগ্য ছিলেন, তাহা হইলে তিনি, কোন এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের আদেশের অধীন তাহার শেয়ারসমূহ বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ব্যতিত, শেয়ারহোল্ডারের কোন অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

২৬। **বার্ষিক সাধারণ সভা।**—(১) কর্পোরেশনের শেয়ারহোল্ডারগণের বার্ষিক সাধারণ সভা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় এবং স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে, তবে তাহা কোনক্রমেই হিসাব বন্ধের ছয় মাস সময়ের পরে অনুষ্ঠিত হইবে না।

(২) কর্পোরেশন বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণের বিবেচনার জন্য ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীন তাহাদেরকে সরবরাহকৃত বার্ষিক হিসাব বিবরণী ও প্রতিবেদন উপস্থাপন করিবে।

(৩) শেয়ারহোল্ডারগণের বিবেচনার যোগ্য এমন যে কোন বিষয় বিবেচনার নিমিত্ত, বোর্ড, সময় এবং স্থান নির্ধারণপূর্বক শেয়ারহোল্ডারগণের কোন বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারিবে।

(৪) শেয়ারহোল্ডারগণের সভায় প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারের যোগদানের অধিকার থাকিবে, কিন্তু কোন শেয়ারহোল্ডারের ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে না, যদি না তিনি—

(ক) উক্ত সভার তারিখ হইতে কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বে শেয়ারহোল্ডার হিসাবে নিবন্ধিত হন; এবং

(খ) কর্পোরেশনের শেয়ার বাবদ বর্তমানে প্রাপ্য সকল দাবী এবং অন্যান্য অর্থ পরিশোধ করেন।

(৫) ভোট প্রদানের অধিকারী প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডার ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকিয়া হস্ত প্রদর্শনের মাধ্যমে একটি ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(৬) কোন নির্বাচনে প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারের প্রতি ৫ (পাঁচ)টি শেয়ারের জন্য একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে উক্ত ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

২৭। **তহবিল গঠন ও মুনাফা বণ্টন**।—(১) কর্পোরেশন একটি সংরক্ষিত তহবিল প্রতিষ্ঠা করিবে যাহাতে বার্ষিক নীট মুনাফা হইতে বোর্ড কর্তৃক প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত একটি অংশ জমা থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত অংশ বাদ দেওয়ার পর এবং পরিসম্পদের অবচয় এবং বিনিয়োগ কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় সুবিধাদি অথবা তাহাদের স্বার্থে প্রয়োজন বিবেচনা করা হয় এইরূপ অন্যান্য বিষয়ের খরচ মিটাইবার পর কর্পোরেশন বার্ষিক নীট মুনাফার উদ্বৃত্ত অংশ বোর্ডের অনুমোদনক্রমে লভ্যাংশ হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নীট মুনাফা নির্ধারণ, সংরক্ষিত তহবিলে জমার পরিমাণ নির্ধারণ, ঋণ পরিশোধ, উদ্বৃত্ত অংশ ঘোষণা, লভ্যাংশের পরিমাণ, শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টনের পদ্ধতিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২৮। **ঋণ গ্রহণ ক্ষমতা**।—(১) কর্পোরেশন ইহার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত উপায়ে ঋণ গ্রহণ এবং অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) দীর্ঘ মেয়াদে সরকারি উৎস হইতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে;

(খ) জামানতসহ বা জামানত ব্যতিত বাংলাদেশ ব্যাংক বা অন্যান্য যে কোন ব্যাংক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা উৎস হইতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে; এবং

(গ) বাংলাদেশের ভিতরে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বা বাংলাদেশের বাহিরে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শর্তাধীনে নির্দিষ্ট সুদের হারে বন্ড ও ডিবেঞ্চার ইস্যু এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে।

(২) কর্পোরেশন বন্ড এবং ডিবেঞ্চার ইস্যুকালীন সরকার কর্তৃক ধার্য্যকৃত হারে আসল এবং সুদের পুনঃপরিশোধ নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক উল্লিখিত বন্ড এবং ডিবেঞ্চারের গ্যারান্টি প্রদান করিতে পারিবে।

২৯। **নিরীক্ষা, ইত্যাদি**।—(১) কর্পোরেশন প্রতি অর্থ বৎসর যথাযথভাবে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ এবং উহার বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) কর্পোরেশনের বার্ষিক আর্থিক বিবরণীতে অধীনস্থ কোম্পানি কর্তৃক নিয়োগকৃত বহিঃনিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং অধীনস্থ কোম্পানি সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিবে।

(৩) অন্যূন দুইজন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট অনধিক ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও পারিশ্রমিকে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন এবং তাহারা নিরীক্ষক হিসাবে কর্পোরেশনের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিযুক্ত প্রত্যেক নিরীক্ষককে কর্পোরেশনের বার্ষিক আর্থিক বিবরণীর একটি করিয়া কপি সরবরাহ করিতে হইবে এবং তিনি উহার সহিত সংশ্লিষ্ট হিসাব ও ভাউচার পরীক্ষা করিবেন এবং কর্পোরেশন কর্তৃক রক্ষিত সকল বহির তালিকা নিরীক্ষককে সরবরাহ করিতে হইবে এবং তাহাদের যুক্তিযুক্ত সময়ে কর্পোরেশনের বহি, হিসাব এবং অন্য কোন দলিলাদি পরীক্ষা করিবার অধিকার থাকিবে এবং উক্তরূপ হিসাব সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্পোরেশনের যে কোন পরিচালক বা কর্মকর্তাকে তাহারা জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৫) নিরীক্ষকগণ শেয়ারহোল্ডারগণকে বার্ষিক আর্থিক বিবরণী অবহিত করিবেন এবং তাহাদের প্রদত্ত প্রতিবেদনে এই মর্মে বর্ণনা থাকিবে যে, আর্থিক বিবরণীতে সকল প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশিত এবং যথাযথভাবে প্রস্তুতকৃত, ইহাতে কর্পোরেশনের যাবতীয় বিষয়াদির সত্য এবং সঠিক চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে এবং তাহারা বোর্ডের নিকট কোন ব্যাখ্যা অথবা তথ্য তলব করিয়া থাকিলে উহা প্রদান করা হইয়াছে কি না এবং উহা সন্তোষজনক কি না তাহা উল্লেখ থাকিবে।

(৬) নিরীক্ষকগণ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কাজের জন্য অনুসৃত পদ্ধতির পর্যাপ্ততা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংস্কারের সুপারিশ করিবেন।

(৭) সরকার, যে কোন সময়ে নিরীক্ষকগণকে শেয়ারহোল্ডার ও ঋণদাতাদের স্বার্থ রক্ষাকল্পে কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের পর্যাপ্ততা অথবা কর্পোরেশনের বিষয়াদি নিরীক্ষাকালীন পদ্ধতির পর্যাপ্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং যে কোন সময়ে নিরীক্ষার পরিধি বিস্তার বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে অথবা যদি জনস্বার্থে নিরীক্ষা কার্যে ভিন্নরূপ পদ্ধতি গ্রহণ বা অন্য কোনরূপ পরীক্ষা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে নিরীক্ষকগণকে উক্ত পদ্ধতি গ্রহণ বা পরীক্ষার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৮) কর্পোরেশন উহার বার্ষিক সাধারণ সভার অন্ততঃ ১৫ (পনের) দিন পূর্বে উক্ত অর্থ বৎসরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং উক্ত অর্থ বৎসরে কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের প্রতিবেদন শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট সরবরাহ করিবে।

(৯) উপ-ধারা (১) হইতে (৮) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, বাংলাদেশের মহা-হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক দ্বারা কর্পোরেশনের সকল হিসাব নিরীক্ষা করাইতে পারিবে।

৩০। **রিটার্ন**।—(১) কর্পোরেশন, সময় সময় সরকারের চাহিদা মোতাবেক, রিটার্ন, প্রতিবেদন এবং বিবরণী সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(২) কর্পোরেশন প্রতি অর্থ বৎসর শেষে যথাশীঘ্র সম্ভব ধারা ২৯ এর অধীন নিরীক্ষকগণ কর্তৃক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসহ উক্ত বৎসরে কর্পোরেশনের কার্যক্রমের একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষিত হিসাব ও বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারি গেজেট এবং কর্পোরেশনের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

৩১। **সম্মত সময়ের পূর্বে পাওনা আদায়ের ক্ষমতা।**—(১) কোন চুক্তির বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও কর্পোরেশন কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত অগ্রিম অথবা কোন নির্দিষ্ট তারিখ বা তারিখসমূহে প্রদেয় কোন পাওনার ক্ষেত্রে প্রদত্ত অগ্রিম পরিশোধ অথবা সমুদয় অর্থ প্রদানের জন্য নোটিশ জারি করিতে পারিবে, যদি—

(ক) আর্থিক দায় সৃষ্টি করিয়াছে এমন অগ্রিমের জন্য আবেদনে মিথ্যা তথ্য অথবা বিভ্রান্তিমূলক বস্তুগত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে মর্মে বোর্ডের নিকট প্রতীয়মান হয়;

(খ) কোন ব্যক্তি কর্পোরেশনের সহিত সম্পাদিত চুক্তির কোন শর্ত পরিপালনে ব্যর্থ হয়;

(গ) কোন ব্যক্তি তাহার ঋণ এবং দায় পরিশোধ করিতে অক্ষম অথবা দেউলিয়া হইয়া যাইতে পারে, এই মর্মে যুক্তিসংগত কোন আশংকা থাকে; বা

(ঘ) প্রদত্ত অগ্রিম, আর্থিক দায়ের বিপরীতে জামানত হিসাবে যে সম্পত্তি বন্ধক (pledge), রেহেন (mortgage), দায়বদ্ধ (hypothecated), বা স্বত্ব হস্তান্তর (assigned), করা হইয়াছে উহা যথাযথ না হয় অথবা কর্পোরেশনের সন্তুষ্টি অনুযায়ী বীমাকৃত অথবা ব্যক্তি কর্তৃক বীমাকৃত না হইয়া থাকে বা কর্পোরেশনের মতে মূল্যের অবচয় হইয়াছে এবং কর্পোরেশনের সন্তুষ্টি মোতাবেক অতিরিক্ত অন্যান্য জামানত প্রদান না করা হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ জারির পর উক্ত সমুদয় অগ্রিম অথবা উপর্যুক্ত বিলম্বিত আর্থিক দায় অবিলম্বে প্রদেয় এবং আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি সংক্রান্ত চুক্তিপত্রের বিধি-বিধান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বর্ণিত শর্ত সত্ত্বেও কোন কোম্পানির সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারের ধারক হিসাবে কর্পোরেশন ইহার নিযুক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা অধিগ্রহণ করিতে পারিবে, যদি বোর্ডের বিবেচনায় কোম্পানির বিষয়াদি সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত না হয় এবং প্রতিষ্ঠানের শেয়ার মূলধন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে।

৩২। **কর্পোরেশনের পাওনা আদায়।**—কর্পোরেশনের অনাদায়ী পাওনা Public Demand Recovery Act, 1913 (Bengal Act No. III of 1913) এর অধীন বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অনাদায়ী পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে কর্পোরেশন কর্তৃক দেনাদারকে ১৫ (পনের) দিনের নোটিশ প্রদান না করিয়া অনুরূপ অনাদায়ী পাওনা আদায় করা যাইবে না।

৩৩। **বিশেষ ক্ষমতা।**—সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত প্রচলিত আইনসমূহ পরিপালন সাপেক্ষে অবলেখন এবং কোন ইস্যু প্লেসমেন্টের জন্য কর্পোরেশনের কমিশন, ব্রোকারেজ, ফি, অন্যান্য চার্জ পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

৩৪। **শর্ত আরোপের ক্ষমতা।**—এই আইনের অধীন যে কোন ব্যক্তির সহিত কোন ধরণের ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন প্রয়োজন বা সমীচীন মনে করিলে ইহার স্বার্থ সংরক্ষণসহ অবলেখনকৃত যে কোন ইস্যুর বিপরীতে বিক্রয়লব্ধ অর্থ গ্রহণ বা প্লেসমেন্ট গ্রহণ অথবা কর্পোরেশন ও উক্ত ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক যে কোন প্রকার আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রে যে কোন শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

৩৫। **কর ও শুল্ক হইতে অব্যাহতি**।—কর্পোরেশন সাধারণভাবে কর ও শুল্ক হইতে কোন অব্যাহতি পাইবে না, তবে ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এ সংজ্ঞায়িত কোন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইহার আয়, মুনাফা এবং অর্জনের উপর যে কর সুবিধা, রেয়াত এবং অব্যাহতিসমূহ ভোগ করিয়া থাকে কর্পোরেশনও অনুরূপ সুবিধাদি ভোগ করিবে।

৩৬। **ক্ষমতা অর্পণ**।—(১) কর্পোরেশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এবং ইহার ব্যবসায়িক লেনদেন সহজতর করিবার জন্য বোর্ড প্রয়োজনীয় মনে করিলে এই আইনের অধীন এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারণযোগ্য শর্ত ও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, যদি থাকে, উহার এইরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্ব ব্যবস্থাপনা পরিচালককে অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) কর্পোরেশনের ব্যবসায়িক লেনদেন সহজতর করিবার উদ্দেশ্যে কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত শর্ত ও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, যদি থাকে, প্রয়োজনে তাহার দৈনন্দিন দপ্তর পরিচালনা সংক্রান্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব কর্পোরেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপক এবং অন্যান্য কর্মকর্তার উপর অর্পণ করিতে পারিবেন।

৩৭। **অপরাধ ও দণ্ড**।—(১) যদি কোন ব্যক্তি, কর্পোরেশনের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে, কোন প্রসপেক্টাস বা বিজ্ঞাপনে কর্পোরেশনের নাম ব্যবহার করেন, তাহা হইলে উহা একটি অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ২(দুই) বৎসর কারাদণ্ড, অথবা ন্যূনতম ১(এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপক, উপদেষ্টা, নিরীক্ষক, কর্মকর্তা অথবা কর্মচারি গোপনীয়তা ও বিশ্বস্ততার ঘোষণা লজ্ঘন করেন, তাহা হইলে উহা একটি অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ২(দুই) বৎসর কারাদণ্ড, অথবা ন্যূনতম ১(এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত লিখিত অভিযোগ ব্যতিত এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ আদালত কর্তৃক আমলযোগ্য হইবে না।

৩৮। **কর্পোরেশনের অবসায়ন**।—কোম্পানি এবং ব্যাংকের অবসায়ন সংশ্লিষ্ট আইনের কোন বিধান কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত আইন ব্যতিরেকে কর্পোরেশনের অবসায়ন ঘটানো যাইবে না।

৩৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪০। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।—(১) বোর্ড, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এই আইনের বিধানাবলী বা বিধির সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ নহে এইরূপ প্রয়োজনীয় ও সমীচীন সকল বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করা যাইবে, যথা :—

(ক) বোর্ড পরিচালনা, নির্বাহী কমিটির সভা, সভায় উপস্থিতির জন্য সম্মানী নির্ধারণ;

(খ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপক বা কর্পোরেশনের কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারির নিকট প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং কার্যাবলী অর্পণ;

(গ) কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন ব্যবসা সংক্রান্ত শর্তাবলী;

(ঘ) ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সাধনকল্পে নিরাপত্তা জামানতের পর্যাপ্ততা নিরূপণের পদ্ধতি;

(ঙ) কর্পোরেশনের ঋণ গ্রহণের পদ্ধতি এবং শর্ত নির্ধারণ;

(চ) এই আইনের অধীন রিটার্ন এবং বিবরণী ফরম তৈরি;

(ছ) কর্পোরেশনের কর্মচারিদের কাজের দায়িত্ব ও আচরণ;

(জ) কর্পোরেশনের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মচারিদের নিয়োগ, পদোন্নতি এবং চাকুরির অন্যান্য শর্তাবলী নির্ধারণ;

(ঝ) কর্পোরেশনের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মচারিসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের পোষ্যদের কল্যাণের জন্য পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং অন্যান্য ফান্ড প্রবর্তন এবং পরিচালনা;

(ঞ) কর্পোরেশনের সীলমোহর এবং ইহার ব্যবহার পদ্ধতি;

(ট) যে কোন ব্যবসায় কোন পরিচালক বা কোন কমিটির কোন সদস্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্টতা বিষয়ে স্বার্থ প্রকাশ;

(ঠ) কর্পোরেশনের সহিত যে কোন শিল্প বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিত চুক্তিতে উল্লিখিত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য ইহার ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ;

(ড) কোন নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে যে কোন সন্দেহ ও বিতর্কের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তসহ এই আইনের অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠান ও পরিচালনা;

(ঢ) কর্পোরেশনের শেয়ারসমূহের প্রথম বরাদ্দ দেওয়ার পদ্ধতি ও শর্ত;

(ণ) শেয়ারহোল্ডার নিবন্ধন বহি রক্ষণাবেক্ষণ, শেয়ার ধারণ এবং হস্তান্তর করিবার পদ্ধতি ও শর্ত, স্থগিতকরণ, শেয়ার হস্তান্তর স্থগিতকরণের পদ্ধতি এবং শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত সকল বিষয়;

(ত) সাধারণ সভা আহবান এবং সভার অনুসরণীয় পদ্ধতি নির্ধারণ; এবং

(থ) সাধারণভাবে কর্পোরেশন বা, ক্ষেত্রমত, অধীনস্থ কোম্পানির কার্যাবলী দক্ষভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অন্য কোন বিষয়।

৪১। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর, সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) এই আইন এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই আইন প্রাধান্য পাইবে।

৪২। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সংগে সংগে Investment Corporation of Bangladesh Ordinance, 1976 (Ordinance No. XL of 1976), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্‌দ্বারা রহিত হইবে।

(২) উক্ত Ordinance রহিত হইবার সংগে সংগে,—

(ক) উহার অধীন প্রতিষ্ঠিত Investment Corporation of Bangladesh অতঃপর বিলুপ্ত কর্পোরেশন বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;

(খ) বিলুপ্ত কর্পোরেশনের সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং সুবিধা এবং স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ অর্থ এবং ব্যাংক জমা ও তহবিল এবং এইরূপ বিষয় সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত বা বিষয় সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত অন্যান্য যাবতীয় অধিকার, মেধা-স্বত্ব ও স্বার্থ এবং সকল হিসাব বই, রেজিস্ট্রার, রেকর্ডপত্র এবং এইসব সংক্রান্ত অন্যান্য সকল দলিল-দস্তাবেজ কর্পোরেশনে হস্তান্তরিত ও অর্পিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) বিলুপ্ত কর্পোরেশনের সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব কর্পোরেশনে হস্তান্তরিত হইবে এবং ঐ সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব কর্পোরেশনের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) বিলুপ্ত কর্পোরেশন কর্তৃক দায়েরকৃত বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা ও অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থাদি কর্পোরেশন কর্তৃক দায়েরকৃত বা কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বা অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঙ) কোন চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বা চাকুরির শর্তাবলীতে যাহাই থাকুক না কেন, বিলুপ্ত কর্পোরেশনের সকল কর্মকর্তা, উপদেষ্টা, পরামর্শক ও কর্মচারির চাকুরি তাহাদের নিয়োগপত্রের শর্তাধীনে কর্পোরেশনে ন্যস্ত হইবে;

(চ) কর্পোরেশন বিলুপ্ত কর্পোরেশনের সকল প্রবিধান ও উপ-আইন সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করিতে পারিবে এবং এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে বিলুপ্ত কর্পোরেশনের সকল বিধি, প্রবিধানমালা ও উপ-আইনসমূহ এই আইনের অধীন নতুন বিধি ও প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে; এবং

(ছ) বিলুপ্ত কর্পোরেশন বা অধীনস্থ কোম্পানি কর্তৃক সকল বিনিয়োগের ইনস্ট্রুমেন্ট, মিউচ্যুয়াল ফান্ড কর্তৃক ইস্যুকৃত ইউনিট, ইত্যাদি কর্পোরেশনের নিকট এমনভাবে ন্যস্ত ও হস্তান্তরিত বা স্থানান্তরিত হইবে যেন উহা কর্পোরেশন ও উহার অধীনস্থ কোম্পানী কর্তৃক বিনিয়োগকৃত বা ইস্যুকৃত ইনস্ট্রুমেন্ট।

(৩) উক্ত Ordinance রহিত হওয়া সত্ত্বেও উহার অধীন গঠিত বোর্ড, প্রণীত প্রবিধানমালা, জারীকৃত প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন, সুপারিশ, গৃহীত সকল পরিকল্পনা বা কার্যক্রম, অনুমোদিত সকল বাজেট এবং কৃত সকল কাজকর্ম উক্তরূপ রহিতের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকিলে এবং এই আইনের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে এই আইনের অনুরূপ বিধানের অধীন গঠিত, প্রণীত, জারীকৃত, প্রদত্ত, অনুমোদিত এবং কৃত বলিয়া গণ্য হইবে, এবং মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা এই আইনের অধীন রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে।

তফসিল

[ধারা ১৬ দ্রষ্টব্য]

বিশ্বস্ততা ও গোপনীয়তার ঘোষণা

আমি .... এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি **ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)** এর যে কোন দপ্তরের সহিত সম্পৃক্ত পদমর্যাদায় একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপক, কোন কমিটির সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মচারি, পরামর্শক, উপদেষ্টা, প্রতিনিধি বা, ক্ষেত্রমত, নিরীক্ষক হিসাবে যে কোন কাজের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা ও সততার সহিত এবং আমার বিচার বিবেচনা, দক্ষতা এবং সামর্থ্যের সর্বোত্তম প্রয়োগ করিয়া আমার উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ সম্পাদন ও পালন করিব।

আমি আরো ঘোষণা করিতেছি যে, কর্পোরেশনের কার্যাদি সম্পর্কিত কোন তথ্য এমন কোন ব্যক্তিকে জানাইব না বা জানিতে দিব না, যাহার উক্ত তথ্য জানিবার কোন আইনগত অধিকার নাই এবং ঐরূপ কোন ব্যক্তিকে কর্পোরেশনের কাজের সহিত সম্পর্কিত বা কর্পোরেশনের মালিকানাধীন বা দখলীয় কোন বহি বা দলিলপত্র পরিদর্শন বা দেখিবার সুযোগ প্রদান করিব না।

....

(স্বাক্ষর)

আমার উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত

....

(স্বাক্ষর)

পদবী/সীলমোহরঃ ....

তারিখঃ ....

মোঃ আশরাফুল মকবুল
সিনিয়র সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd